Visit http://www.asram.org

# বিলাপ-গাথা

## প্রথম বিলাপ

১ *আলেফ* হায়, কেমন একাকিনী হয়ে বসে আছে সেই নগরী,
যা একসময়ে লোকে পরিপূর্ণা ছিল!
সর্বজাতির মধ্যে যে ছিল প্রধানা,
সে হয়েছে বিধবার মত।
একসময়ে প্রদেশগুলোর মধ্যে যে ছিল ঠাকুরানী,
সে এখন করের অধীনা।

*বেথ* ২ সে কাঁদে সারারাত ধরে,
তার গাল বেয়ে অঝোরে পড়ে অশ্রুজল;
তার সকল প্রেমিকের মধ্যে
তাকে সান্ত্বনা দেবে এমন কেউ নেই;
তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তার সকল সখা,
তারা সকলেই এখন তার শত্রু।

*গিমেল* ৩ দুঃখ ও তীব্র শ্রমের পরে
যুদা গিয়েছে নির্বাসন-দেশে;
জাতিসকলের মাঝেই এখন তার বাস,
সে কোথাও পাচ্ছে না একটা বিশ্রামস্থান;
তার সমস্ত সঙ্কটের মাঝে
তার নাগাল পেয়েছে তার সকল উৎপীড়ক।

*দালেথ* ৪ সিয়োনের দিকে যত পথ শোক পালন করছে,
তার পর্বোৎসবে আর কেউ আসে না;
শূন্যই তার সকল নগরদ্বার,
দীর্ঘশ্বাস ফেলে তার যাজক-সমাজ;
তার কুমারীরা দুঃখক্লিষ্ট,
সে নিজেই করছে তিক্ত কষ্টভোগ।

*হে* ৫ তার বিরোধীরাই এখন তার মাথা,
তার শত্রুসকল সমৃদ্ধি ভোগ করছে,
কারণ তার অসংখ্য অধর্মের জন্য
তাকে ক্লিষ্ট করেছেন প্রভু;
শত্রুদের দ্বারা তাড়িত হয়ে
তার বালকেরা বন্দিদশায় গেল।

*বাউ* ৬ আর সিয়োন কন্যার যে সমস্ত শোভা,
এখন তার হয়েছে অন্তর্ধান।
তার নেতাসকল হয়েছে এমন হরিণের মত,
যেগুলো পায় না কোন চারণমাঠ;
তাদের বিতাড়কদের আগে আগে তারা
শক্তিহীন হয়ে যায়, পালিয়ে যায়।

*জাইন* ৭ যেরুসালেমের এখন মনে পড়ে
তার দুঃখ ও দুর্গতির সেই সকল দিন,
—তার প্রাচীনকালের সমস্ত ঐশ্বর্য-ধন—
যে দিনে তার নিবাসীসকল মারা পড়ছিল শত্রুর হাতে,
আর তার সাহায্য করার মত কেউই ছিল না।
তার শত্রুরা তখন তার দিকে তাকাত,
তার সর্বনাশে করত উপহাস।

*হেথ* ৮ যেরুসালেম এমন গুরু পাপ করেছে যে,
সে হয়েছে যেন অশুচি বস্তুর মত ;
যারা তাকে সম্মান করত, তারা এখন তাকে তুচ্ছ করে,
তারা যে তার উলঙ্গতা দেখতে পায় !
সে নিজেও দীর্ঘশ্বাস ফেলে,
পিছন ফিরে পড়ে যায়।

*টেথ* ৯ তার মলিনতা রয়েছে তার বস্ত্রের প্রান্তভাগে,
মনে করছিল না সে এমনটি হবে তার নিজের পরিণাম ;
আর এইজন্য আশ্চর্য হয়েছে তার পতন,
তাকে সান্ত্বনা দেবে এখন কেউ নেই।
'আমার দুঃখের দিকে চেয়ে দেখ, প্রভু,
আমার শত্রু আমার উপর যে করছে জয়োল্লাস।'

*ইয়োধ* ১০ তার সমস্ত মনোহর বস্তুর উপর
বিরোধী বাড়াচ্ছে তার আপন হাত ;
হ্যাঁ, সে দেখতে পাচ্ছে সেই বিজাতীয় সকলকে
তার আপন পবিত্রধামে প্রবেশ করতে,
যাদের তুমি নিষেধ করেছিলে
তোমার জনসমাবেশে প্রবেশ করতে।

*কাফ* ১১ তার সমস্ত জনগণ দীর্ঘশ্বাস ফেলছে,
অন্নের অন্বেষণ করছে ;
খাদ্যের বিনিময়ে নিজ নিজ মনোহর যত বস্তু দিচ্ছে,
যাতে পুনরুজ্জীবিত করতে পারে তাদের আপন প্রাণ ;
'চেয়ে দেখ গো প্রভু ;
ভেবে দেখ আমি কেমন অবজ্ঞার পাত্র।

*লামেধ* ১২ তোমরা সকলে, যারা এই পথ দিয়ে চল,
ভেবে দেখ, চেয়ে দেখ তোমরা,
এমন দুঃখ আছে কিনা, যা আমার এই দুঃখের মত,
এই যে দুঃখ দেওয়া হয়েছে আমায়,
এই যে দুঃখদণ্ডে প্রভু আমায় দণ্ডিত করলেন
তাঁর জ্বলন্ত ক্রোধের দিনে।

*মেম* ১৩ ঊর্ধ্ব থেকে তিনি আমার হাড়ের মধ্যে আগুন প্রেরণ করেছেন,
সেই আগুনই এখন আমার সর্বাঙ্গে প্রভুত্ব করে ;
আমার পায়ের সামনে তিনি পেতেছেন জাল,
পিছন ফিরে পড়ালেন আমায় ;
আমাকে উৎসন্ন করেছেন,
করেছেন সারাদিন ধরে নিস্তেজ।

*নুন* ১৪ ভারী হয়েছে আমার শঠতার জোয়াল,
তাঁরই হাতে জড়ানো হল সেই শঠতা সকল ;
সেগুলোর জোয়াল আমার ঘাড়ে উঠল,
খর্ব করল আমার বল ;
প্রভু আমাকে তুলে দিয়েছেন সেগুলোর হাতে,
আমি আর উঠতে পারছি না।

*সামেখ* ১৫ আমার মাঝে আমার যে সকল বীর,
তাদের প্রত্যাখ্যান করেছেন প্রভু।
আমার যুবকদের চূর্ণ করার জন্য
তিনি আমার বিরুদ্ধে আহ্বান করেছেন এক সৈন্যদল ;

প্রভু যুদা-কুমারী কন্যাকে
আঙুর-মাড়াইকুণ্ডে মাড়াই করলেন।

*আইন* ১৬ এ কারণেই আমি কাঁদছি,
আমার চোখ হয়েছে অশ্রুজলের নির্ঝর,
আমার কাছ থেকে যে দূরেই রয়েছেন তিনি, যিনি সান্ত্বনা দেন,
যিনি আমার প্রাণ সঞ্জীবিত করতে পারেন।
আমার বালকেরা এতিম,
কারণ শত্রু হয়েছে বিজয়ী।'

*পে* ১৭ সিয়োন বাড়াচ্ছে হাত,
কিন্তু তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার মত কেউ নেই।
প্রভু যাকোবের সম্বন্ধে এই আজ্ঞা জারি করেছেন,
তার চারদিকের লোক তার শত্রু হোক;
যেরুসালেম হয়েছে
তাদের মধ্যে অশুচি বস্তুই যেন।

*সাধে* ১৮ 'প্রভু ধর্মময়,
আমিই যে হয়েছি তাঁর বাণীর প্রতি বিদ্রোহিণী!
শোন, হে জাতিসকল,
আমার দুঃখের দিকে চেয়ে দেখ!
আমার কুমারী ও যুবাসকল
বন্দিদশায় গেছে!

*কোফ* ১৯ আমি আমার প্রেমিকদের ডাকলাম,
কিন্তু আমার প্রতি তারা বিশ্বাসঘাতকতা করল;
আমার যাজক, আমার প্রবীণসকল
নগরীর মধ্যে প্রাণত্যাগ করল,
তারা অন্নের অন্বেষায় ছিল,
যাতে বাঁচাতে পারে প্রাণ।

*রেশ* ২০ দেখ, প্রভু, কেমন সঙ্কট আমার!
আমার অন্ত্ররাজি আলোড়িত,
বুকে হৃদয় কম্পান্বিত,
আমি যে সত্যিই হয়েছি বিদ্রোহিণী!
বাইরে খড়্গা আমায় নিঃসন্তান করছে,
ভিতরে মৃত্যুই যেন উপস্থিত!

*শিন* ২১ শোন আমার কেমন দীর্ঘশ্বাস,
অথচ আমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার মত কেউ নেই।
আমার শত্রুরা সকলে জানতে পেরেছে আমার দুর্দশার কথা,
তারা মেতে উঠছে, কেননা তুমিই ঘটিয়েছ এসব কিছু।
পাঠাও সেই দিনটি, যা তুমি নিরূপণ করেছ,
যাতে তারাও আমার মত হয়!

*তাউ* ২২ তাদের সমস্ত অপকর্ম তোমার দৃষ্টিগোচর হোক,
তাদের প্রতি সেইভাবে ব্যবহার কর,
যেভাবে ব্যবহার করছ আমার প্রতি
আমার সমস্ত অপরাধের জন্য।
কেননা আমার দীর্ঘশ্বাস অগণন,
আর আমার হৃদয় মূর্ছাতুর।'

## দ্বিতীয় বিলাপ

২ *আলেফ* আপন ক্রোধে প্রভু কেমন অন্ধকারে
সিয়োন কন্যাকে আচ্ছন্ন করেছেন!
তিনি স্বর্গ থেকে মাটিতে ছুড়ে ফেলে দিলেন
ইস্রায়েলের কান্তি।
তিনি নিজের ক্রোধের দিনে
স্মরণ করেননি তাঁর আপন পাদপীঠ।

*বেথ* ২ প্রভু দয়া না দেখিয়ে
বিনাশ করেছেন যাকোবের সকল বাসস্থান;
কুপিত হয়ে উৎপাটন করেছেন তিনি
যুদা-কন্যার যত দৃঢ়দুর্গ;
তার রাজ্য ও তার নেতাদের তিনি
ভূমিসাৎ করেছেন, করেছেন অপবিত্র।

*গিমেল* ৩ জ্বলন্ত ক্রোধে তিনি উচ্ছেদ করেছেন
ইস্রায়েলের সমস্ত প্রতাপ;
শত্রুর আগমনে তিনি
ফিরিয়ে নিয়েছেন তাঁর আপন ডান হাত;
যাকোবকে জ্বালিয়েছেন এমন অগ্নিশিখার মত,
যা চারদিকে সবকিছু করে গ্রাস।

*দালেথ* ৪ তিনি আপন ধনুকে চাড়া দিচ্ছেন শত্রুর মত,
তাঁর ডান হাত শক্ত করে রাখছেন বিরোধীর মত;
সবই বধ করছেন, যা চোখের পুলক।
সিয়োন কন্যার তাঁবুর উপর
তিনি নিজের রোষ বর্ষণ করছেন আগুনের মত।

*হে* ৫ প্রভু হয়েছেন শত্রুর মত,
ইস্রায়েলকে ধ্বংস করছেন;
ধ্বংস করছেন তার সকল প্রাসাদ,
ভেঙে ফেলছেন তার যত দৃঢ়দুর্গ;
বৃদ্ধি করেছেন
যুদা-কন্যার বিলাপ, তার শোক।

*বাউ* ৬ তিনি কুটির সহ নষ্ট করেছেন সেই উদ্যান,
ধ্বংস করেছেন সেই উদ্যানের মিলন-স্থান;
সিয়োনে মুছে ফেলেছেন
যত পর্বোৎসব ও সাব্বাতের স্মৃতি,
রাজা ও যাজককে তিনি
উপেক্ষা করেছেন তাঁর উত্তপ্ত ক্রোধে।

*জাইন* ৭ প্রভু পরিত্যাগ করেছেন তাঁর আপন বেদি,
ঘৃণা করেছেন তাঁর আপন পবিত্রধাম;
তুলে দিয়েছেন শত্রুর হাতে
তার যত প্রাসাদের প্রাচীর;
তারা প্রভুর গৃহে জাগিয়ে তুলছে কোলাহল
এক পর্বদিনেই যেন!

*হেথ* ৮ প্রভু সঙ্কল্প নিয়েছেন,
তিনি ভেঙে ফেলবেন সিয়োন কন্যার প্রাচীর;
সুতো টেনে তিনি মাপতে লাগলেন,
বিলুপ্তি থেকে ফিরিয়ে নেবেন না তাঁর আপন হাত;

তিনি বিষণ্ণ করেছেন প্রাকার, বিষণ্ণ করেছেন প্রাচীর,
এখন দু'টোই নিস্তেজ!

*টেথ* ৯ মাটিতে নিমজ্জিত রয়েছে যত নগরদ্বার,
তিনি ভেঙে ফেলেছেন, ছিন্ন করেছেন তার অর্গল;
তার রাজা, তার নেতারা—সকলেই বিজাতীয়দের মাঝে,
বিধান-পুস্তক আর নেই;
তার নবীরাও প্রভু থেকে
আর কোন দর্শন পায় না।

*ইয়োধ* ১০ সিয়োন কন্যার প্রবীণসকল
নীরব হয়ে মাটিতে বসে আছে,
মাথায় ছড়াচ্ছে ধুলা,
কোমরে চটের কাপড় বাঁধা;
যেরুসালেমের কুমারীসকল
মাটি পর্যন্ত মাথা হেঁট করছে।

*কাফ* ১১ আমার চোখ বিলাপে ক্রন্দনে ক্ষীণ হয়ে এল,
আমার প্রাণ টলমল হয়ে উঠল;
আমার আপন জাতি-কন্যার বিনাশের জন্য
আমার পিত্তি মাটিতে ঢালা হচ্ছে,
কারণ নগরীর রাস্তা-ঘাটে
শিশু ও ছোট বাচ্চা সবাই মূর্ছিত হয়ে পড়ছে।

*লামেধ* ১২ তারা তাদের মাকে শুধু শুধু বলে,
'কোথায় গম, কোথায় আঙুররস?'
কারণ নগরীর রাস্তা-ঘাটে
তারা আহত মানুষের মত মূর্ছিত হয়ে পড়ছে,
মায়ের কোলে ব'সে তারা
করে প্রাণত্যাগ।

*মেম* ১৩ আহা যেরুসালেম কন্যা! আমি কিসের সঙ্গে তোমার তুলনা করব,
কিসের সঙ্গেই বা তোমাকে সদৃশ করব?
আহা কুমারী সিয়োন কন্যা! তোমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য
আমি কিসের সঙ্গে তোমার তুলনা করব?
তোমার ধ্বংসন যে সত্যিই সমুদ্রের মত বিস্তীর্ণ,
তোমাকে নিরাময় করবে এমন সাধ্য কার্?

*নুন* ১৪ তোমার নবীরা তোমার জন্য এমন দর্শন পায়,
যা সবই অসার, সবই মূর্খতামাত্র;
তোমার দশা পাল্টাবার জন্য
তারা তোমার শঠতা অনাবৃত করে না,
বরং তোমার কাছে তাদের ভবিষ্যদ্বাণী অসার,
সবই মিথ্যা দর্শন।

*সামেখ* ১৫ যত লোক পথ দিয়ে চলে,
তারা তোমার দিকে হাততালি দেয়;
যেরুসালেম কন্যার দিকে
তারা শিস দেয়, মাথা নাড়ায়,
'এ কি সেই নগরী, যা "পরম সৌন্দর্য" নামে,
"সারা পৃথিবীর পুলকই" নামে আখ্যাত?'

*পে* ১৬ তোমার সকল শত্রু
তোমার দিকে মুখ খুলে হা করছে,
তারা শিস দেয়, দাঁতে দাঁত ঘষে,

তারা বলে : 'গ্রাস করেছি তাকে!
এ তো সেই দিন যার প্রতীক্ষায় ছিলাম,
এবার সেই দিনটি দেখতে পেলাম!'

*আইন* ১৭ প্রভু যা করবেন বলে সঙ্কল্প নিয়েছিলেন, তা সাধন করলেন,
তার সেই হুমকি বাস্তবায়িত করলেন;
পুরাকালে যেমন নিরূপণ করেছিলেন,
দয়া না দেখিয়ে তিনি নিপাত করলেন;
শত্রুদের দিলেন তোমার উপর জয়োল্লাস করতে,
তোমার বিরোধীদের প্রতাপ উন্নীত করলেন।

*সাধে* ১৮ আহা সিয়োন কন্যার প্রাচীর,
লোকদের হৃদয় প্রভুর কাছে চিৎকার করছে;
দিনরাত জলস্রোতের মত
বয়ে যাক তোমার চোখের জল!
নিজেকে কিছুতেই বিশ্রাম দিয়ো না,
তোমার চোখের মণিকে ক্ষান্ত হতে দিয়ো না।

*কোফ* ১৯ এবার তুমি ওঠ,
রাত্রিকালে প্রতিটি প্রহরের শুরুতে চিৎকার কর;
তোমার হৃদয়কে প্রভুর সামনে
জলের মত উজাড় করে দাও।
সেই সব শিশু যারা পথে-ঘাটে ক্ষুধায় মূর্ছিত হয়ে পড়ছে,
তাদের প্রাণের খাতিরে তাঁর উদ্দেশে তোল তোমার দু'হাত!

*রেশ* ২০ 'চেয়ে দেখ, প্রভু,
ভেবে দেখ, কার্ উপরেই বা তোমার এমন ব্যবহার!
স্ত্রীলোক কোলে করে যে শিশুকে বহন করছে,
সে সেই বালককে গ্রাস করছে!
প্রভুর আপন পবিত্রধামে
যাজক ও নবী নিপাতিত হচ্ছে।

*শিন* ২১ বালক ও বৃদ্ধ সবাই
পথে পথে মাটিতে পড়ে আছে;
আমার কুমারী ও যুবাসকল
খড়্গের আঘাতে পতিত হয়েছে;
তোমার ক্রোধের দিনে তুমি ঘটিয়েছ মরণ,
বধ করেছ কোন দয়া না দেখিয়ে!

*তাউ* ২২ তুমি যেন পর্বোৎসবের জন্য
চারদিক থেকে আহ্বান করছ আমার যত সন্ত্রাস।
প্রভুর এই ক্রোধের দিনে
কারও রেহাই নেই, কারও রক্ষা নেই।
কোলে করে বহন ক'রে যাদের আমি লালন-পালন করেছিলাম,
তাদের সকলকে সংহার করছে আমার শত্রু।'

## তৃতীয় বিলাপ

৩ *আলেফ* আমি সেই মানুষ, যে তাঁর কোপের কশাঘাতে
কষ্টের সঙ্গে পরিচিত।
২ তিনি আমাকে চালনা করছেন,
আমাকে হাঁটিয়ে চলাচ্ছেন অন্ধকারে, আলোতে নয়।
৩ কেবল আমারই বিরুদ্ধে তিনি তাঁর হাত ফেরালেন,
হাত ফেরালেন সারাদিন ধরে।

*বেথ* ৪ তিনি জীর্ণ করছেন আমার মাংস, আমার চামড়া,
ভেঙে ফেলছেন আমার হাড়সকল।
৫ তিনি অবরোধ করছেন আমায়,
আমায় ঘিরে ফেলছেন বিষ ও শ্রান্তি দ্বারা।
৬ আমায় বাস করাচ্ছেন অন্ধকার স্থানে,
বহুদিনের সেই মৃতদের মত।

*গিমেল* ৭ তিনি আমার চারদিকে প্রাচীর দিয়েছেন, আমি আর বাইরে যেতে অক্ষম;
তিনি ভারী করেছেন আমার শৃঙ্খল।
৮ আমি চিৎকার করি, আমি ডাকি,
কিন্তু তিনি আমার প্রার্থনা শ্বাসরোধ করেন।
৯ বিরাট পাথর দিয়ে তিনি অবরোধ করেছেন আমার পথ,
প্রতিরোধক বসিয়েছেন আমার রাস্তায়।

*দালেথ* ১০ তিনি আমার পক্ষে ওত পেতে থাকা ভালুকের মত,
অন্তরালে গুপ্ত সিংহের মত।
১১ আমার পথ অগম্য করে তিনি দীর্ণ-বিদীর্ণ করছেন আমায়,
অসহায় করে ফেলে রাখছেন আমায়।
১২ তাঁর ধনুক বেঁকিয়ে
আমাকে তাঁর তীরের লক্ষ্য-বস্তু করে রাখছেন।

*হে* ১৩ তিনি তাঁর আপন তূণের তীর
ঢুকিয়েছেন আমার বুকের পাশে।
১৪ আমি হয়েছি সর্বজাতির উপহাসের বস্তু,
সারাদিন ধরে তাদের গানের বিষয়।
১৫ তিনি আমাকে তিক্ততায় পূর্ণ করছেন,
আমার পিপাসায় নাগদানা পান করাচ্ছেন আমায়।

*বাউ* ১৬ তিনি বালু দিয়ে ভেঙে দিচ্ছেন আমার দাঁত,
ধুলায় শায়িত করেছেন আমায়।
১৭ শান্তি-বঞ্চিতই এখন আমার প্রাণ,
মঙ্গল যে কি, তা আমি ভুলে গেছি।
১৮ আমি বলি: 'মিলিয়ে গেল আমার প্রতাপ,
আমার সেই প্রত্যাশাও, যা প্রভুতে ছিল।'

*জাইন* ১৯ স্মরণ কর আমার দুঃখ, আমার দুর্দশা,
তা নাগদানা ও বিষের মত।
২০ আমার প্রাণ তা নিত্যই স্মরণ করছে,
বুকে তা শুধু অবসন্ন।
২১ একথাই আমি বারবার মনে করি,
এজন্যই আমার এখনও প্রত্যাশা আছে।

*হেথ* ২২ প্রভুর কৃপাধারা নিশ্চয়ই ফুরিয়ে যায়নি,
তাঁর স্নেহধারাও নিঃশেষিত হয়নি।
২৩ প্রতি প্রভাতে নতুন নতুন স্নেহ,
আহা, তাঁর বিশ্বস্ততা মহান!
২৪ আমার প্রাণ বলে: 'প্রভুই আমার স্বত্বাংশ,
এজন্যই আমি তাঁর উপর প্রত্যাশা রাখব।'

*টেথ* ২৫ তাঁর উপরে যে আশা রাখে, যে প্রাণ তাঁর অন্বেষণ করে,
তার পক্ষে প্রভুই মঙ্গল।
২৬ প্রভুর পরিত্রাণের প্রত্যাশায় থাকা,
নীরবেই প্রত্যাশায় থাকা, এ তো মঙ্গল।

২৭ তরুণ বয়স থেকে জোয়াল বহন করা
মানুষের পক্ষে মঙ্গল।

*ইয়োধ* ২৮ সে একাকী বসুক, নীরব থাকুক,
তিনিই তার ঘাড়ে তা চেপে রাখছেন;
২৯ সে মুখ ধুলায় দিক,
এখনও প্রত্যাশা থাকতেও পারে।
৩০ প্রহারকের কাছে সে গাল পেতে দিক,
অবমাননায় পরিপূর্ণ হোক।

*কাফ* ৩১ কেননা প্রভু
সবসময়ের মতই পরিত্যাগ করেন এমন নয়;
৩২ যদিও দুঃখ এনে দেন,
তবু তাঁর মহাকৃপা অনুসারে স্নেহ দেখাবেন।
৩৩ কেননা মানবসন্তানদের দুঃখ দিয়ে, তাদের শোকার্ত ক'রে
তাঁর ইচ্ছা তৃপ্তি পায়, এমন নয়।

*লামেধ* ৩৪ দেশের বন্দি সকলকে
পায়ের নিচে মাড়িয়ে দেওয়া,
৩৫ পরাৎপরের সাক্ষাতেই
মানব-অধিকার থেকে মানুষকে বঞ্চিত করা,
৩৬ কারও মামলার অন্যায়-নিষ্পত্তি করা—
তেমন কিছু প্রভু কি দেখেন না?

*মেম* ৩৭ প্রভু আজ্ঞা না দিলে
কার্ বাণী সিদ্ধিলাভ করে?
৩৮ পরাৎপরের মুখ থেকে কি
অমঙ্গল ও মঙ্গল দুই-ই বের হয় না?
৩৯ জীবিত প্রাণী কেন অসন্তোষ প্রকাশ করে,
তার পাপ সত্ত্বেও সে যখন পায়ে দাঁড়াতে পারে?

*নুন* ৪০ এসো, আমরা আমাদের আচরণ পরীক্ষা করি, তা তলিয়ে দেখি;
প্রভুর কাছে ফিরে যাই।
৪১ এসো, আমাদের হাতের সঙ্গে হৃদয়কেও
স্বর্গনিবাসী ঈশ্বরের উদ্দেশে উত্তোলন করি:
৪২ আমরাই অধর্ম করেছি, বিদ্রোহী হয়েছি;
তুমি আমাদের ক্ষমা করছ না।

*সামেখ* ৪৩ তুমি ক্রোধে নিজেকে আচ্ছন্ন করে আমাদের ধাওয়া করছ,
বধ করছ, দয়া না দেখিয়ে।
৪৪ তুমি মেঘে নিজেকে আচ্ছন্ন করেছ,
যেন কোন প্রার্থনা তোমার নাগাল না পেতে পারে।
৪৫ তুমি জাতিগুলির মাঝে
আমাদের করেছ জঞ্জাল ও আবর্জনার মত।

*পে* ৪৬ আমাদের শত্রুরা সকলে আমাদের বিরুদ্ধে মুখ খুলে আছে,
সত্যি, তারা হা করে আছে।
৪৭ সন্ত্রাস ও ফাঁদ হল আমাদের দশা;
হ্যাঁ, উৎসন্নতা ও বিনাশ।
৪৮ আমার আপন জাতি-কন্যার বিনাশের জন্য
আমার চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রুজল।

*আইন* ৪৯ অশ্রুজলে অঝোরে ভাসছে আমার চোখ,
কেননা তার শান্তি নেই

৫০ যতক্ষণ না স্বর্গ থেকে
প্রভু মুখ বাড়িয়ে দৃষ্টিপাত করেন।
৫১ আমার নগরীর সকল কন্যার দর্শনে
আমার চোখ আমার প্রাণকে আর্দ্রসিক্ত করে।

*সাধে* ৫২ যারা অকারণে আমার শত্রু,
তারা আমাকে পাখির মত শিকার করেছে।
৫৩ তারা আমার জীবনকে গহ্বরে একেবারে রুদ্ধ করেছে,
পাথর বসিয়ে আমাকে গণ্ডিবদ্ধ করেছে।
৫৪ আমার মাথার উপরে ছাপিয়ে উঠছে জল;
আমি বলি: 'এবার উচ্ছিন্নই আমি!'

*কোফ* ৫৫ প্রভু, আমি গভীরতম সেই গহ্বর থেকে
করছি তোমার নাম।
৫৬ তুমি তো শুনছ আমার এই কণ্ঠ:
'রক্ষার জন্য আমার এই ডাকের প্রতি কান রুদ্ধ করো না!'
৫৭ আমি ডাকলে তুমি তো কাছেই আছ,
তুমি তো বল: 'ভয় করো না!'

*রেশ* ৫৮ প্রভু, বিবাদে তুমি আমার পক্ষেই দাঁড়াচ্ছ,
আমার জীবনের মুক্তি আদায় করছ।
৫৯ প্রভু, আমার প্রতি সাধিত এই যত অমঙ্গল, তুমি তো তা সবই দেখছ,
আমার অধিকার রক্ষা কর!
৬০ তুমি তো দেখছ ওদের সমস্ত প্রতিশোধ,
আমার বিরুদ্ধে ওরা যত ষড়যন্ত্র আঁটছে, তাও দেখছ তুমি।

*শিন* ৬১ প্রভু, ওদের টিটকারি তুমি তো শুনতে পাচ্ছ,
আমার বিরুদ্ধে ওরা যত ষড়যন্ত্র আঁটছে,
৬২ আমার প্রতিদ্বন্দ্বীরা যে সমস্ত কথা বলছে,
সারাদিন ধরে আমার বিরুদ্ধে ওদের সমস্ত শত্রুমির কথাও শুনতে পাচ্ছ।
৬৩ দেখ, ওরা বসুক বা উঠুক,
আমাকে নিয়েই ওদের গান!

*তাউ* ৬৪ প্রভু, ওদের হাত যে অপকর্ম সাধন করছে,
ওদের দাও তার যোগ্য প্রতিফল।
৬৫ ওদের হৃদয় কঠিন কর,
ওদের উপরে নেমে পড়ুক তোমার অভিশাপ!
৬৬ সক্রোধে তাদের পিছনে ধাওয়া কর,
স্বর্গের নিচ থেকে তাদের উচ্ছেদ কর, প্রভু।

## চতুর্থ বিলাপ

৪ *আলেফ* হায়, সোনা কেমন নিস্তেজ হয়েছে,
খাঁটি সোনা কেমন বিকৃত হয়েছে!
পবিত্র পাথরগুলো প্রতিটি পথের মাথায়
বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে আছে।

*বেথ* ২ বহুমূল্য সেই সিয়োন-সন্তানেরা,
যারা খাঁটি সোনার তুল্য,
হায়, তারা মাটির পাত্রের মত,
কুমোরের হাতে গড়া বস্তুরই মত গণিত!

*গিমেল* ৩ শিয়ালেও স্তন দেয়,
নিজেদের বাচ্চাদের দুধ খাওয়ায়,

কিন্তু আমার আপন জাতি-কন্যা নিষ্ঠুরা হয়েছে
মরুপ্রান্তরের উটপাখির মত।

*দালেথ* ৪ দুধের শিশুর জিহ্বা
পিপাসায় তালুতে লেগে গেছে;
বালক-বালিকা চায় রুটি,
কিন্তু তাদের তা দেবে এমন কেউ নেই।

*হে* ৫ যারা উৎকৃষ্ট খাদ্য খেত,
তারা এখন রাস্তায় রাস্তায় সম্পূর্ণই নিঃসঙ্গ;
সিঁদুরে লাল দামী কাপড়ে যাদের লালন-পালন করা হত,
তারা এখন সারের ঢিপি আঁকড়ে ধরে আছে।

*বাউ* ৬ সত্যি, আমার আপন জাতি-কন্যার শঠতা বড়,
তা সেই সদোমের পাপের চেয়েও বড়,
যে সদোম এক নিমেষেই উৎপাটিত হয়েছিল,
অথচ তার বিরুদ্ধে কারও হাত বাড়ানো হয়নি।

*জাইন* ৭ তার জনপ্রধানেরা একসময় তুষারের চেয়ে উজ্জ্বল,
দুধের চেয়ে শুভ্রই ছিলেন;
প্রবালের চেয়ে রক্তলাল ছিল তাদের অঙ্গ,
নীলকান্তমণির মতই ছিল তাঁদের কান্তি।

*হেথ* ৮ এখন কালির চেয়েও কালো হয়ে পড়েছে তাঁদের মুখ,
রাস্তা-ঘাটে আর চেনা যায় না তাঁদের;
তাঁদের চামড়া হাড়ে লেগে গেছে,
কাঠের মতই শুষ্ক হয়েছে।

*টেথ* ৯ দুর্ভিক্ষে যারা মারা পড়ছে,
ভূমির ফলের অভাবে ক্ষুধার্ত হয়ে ক্ষয় হচ্ছে যারা,
তাদের চেয়ে তারাই সুখী,
যারা খড়্গের আঘাতে পড়ল।

*ইয়োধ* ১০ স্নেহময়ী স্ত্রীলোকদের হাত
তাদের নিজেদের শিশুদের রান্না করে;
আমার আপন জাতি-কন্যার সর্বনাশের দিনে
সেই শিশুরাই তাদের খাদ্য!

*কাফ* ১১ প্রভু তাঁর আপন ক্রোধ অবাধে ঝেড়ে দিয়েছেন,
ঢেলে দিয়েছেন তাঁর জ্বলন্ত কোপ;
তিনি সিয়োনে আগুন জ্বালিয়েছেন,
আর তা গ্রাস করছে তার ভিত্তিমূল।

*লামেধ* ১২ পৃথিবীর রাজারা ও জগদ্বাসী সকল লোক
এমনটি বিশ্বাস করত না যে,
কোন বিপক্ষ বা শত্রু প্রবেশ করতে পারবে
যেরুসালেম-দ্বার দিয়ে।

*মেম* ১৩ এর কারণ হল তার নবীদের
ও তার যাজকদের অপরাধ;
তারা যে তার অন্তঃস্থলে
ঝরিয়েছে ধার্মিকদের রক্ত।

*নুন* ১৪ তারা অন্ধের মত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়
রক্তে এতই কলুষিত হয়ে যে,
তাদের পোশাক স্পর্শ করতে
লোকে সাহস করে না।

*সামেখ* ১৫ তাদের উদ্দেশ করে লোকে চিৎকার করে বলে:
‘পথ ছাড়! অশুচি! পথ ছাড়, পথ ছাড়, স্পর্শ করো না!’
তারা পালাচ্ছে, উদ্দেশবিহীন ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু জাতিগুলির মাঝে লোকে বলছে:
‘তারা আমার মধ্যে আর বাসিন্দা হতে পারবে না।’

*পে* ১৬ প্রভুর শ্রীমুখ তাদের বিক্ষিপ্ত করেছে,
তাদের দিকে তিনি আর তাকাবেন না;
যাজকদের প্রতি করা হয়নি কোন পক্ষপাত,
প্রবীণদের প্রতিও দয়া দেখানো হল না।

*আইন* ১৭ এখন আমাদের চোখও ক্ষীণ হয়ে পড়েছে
অসার সাহায্যের প্রত্যাশায়।
আমাদের উচ্চ মিনার থেকে আমরা এমন জাতির দিকে চেয়ে দেখতাম,
যারা আমাদের রক্ষা করতে অক্ষমই ছিল।

*সাধে* ১৮ শত্রুরা আমাদের পদক্ষেপের পিছু পিছু এমন ধাওয়া করল যে,
আমরা আমাদের রাস্তা-ঘাটে আর বেড়াতে পারছিলাম না।
‘আমাদের শেষকাল সন্নিকট, আমাদের আয়ু পূর্ণ হয়েছে,
হ্যাঁ, আমাদের শেষকাল এবার উপস্থিত!’

*কোফ* ১৯ যারা আমাদের ধাওয়া করছিল,
তারা আকাশের ঈগলের চেয়ে দ্রুতগামী ছিল;
তারা পর্বতে পর্বতে আমাদের পিছু পিছু ধাওয়া করত,
মরুপ্রান্তরে আমাদের জন্য পেতে দিত ফাঁদ।

*রেশ* ২০ আমাদের নিজেদের প্রাণ-নিশ্বাস যিনি, প্রভুর সেই অভিষিক্তজন যিনি,
তিনি ধরা পড়লেন তাদের ফাঁদে,
সেই তিনি, যাঁর বিষয়ে আমরা বলতাম:
‘তাঁর ছায়ায় আমরা জাতিগুলির মাঝে জীবনযাপন করব।’

*শিন* ২১ হে উজ-নিবাসিনী এদোম-কন্যা,
মেতে ওঠ, আনন্দ কর;
তোমার কাছেও পানপাত্রটা আসবে,
তুমি মত্তা হবে, তোমার উলঙ্গতা অনাবৃত হবে।

*তাউ* ২২ সিয়োন-কন্যা, তোমার শঠতার দণ্ড শেষ হয়েছে;
তিনি তোমাকে বন্দিদশায় আর ফেলবেন না;
কিন্তু, হে এদোম-কন্যা, তিনি তোমার শঠতার যোগ্য দণ্ড দেবেন,
অনাবৃত করবেন তোমার যত পাপ।

## পঞ্চম বিলাপ

**৫** আমাদের যা ঘটছে, তা স্মরণ কর গো প্রভু,
চেয়ে দেখ, লক্ষ কর আমাদের অসম্মান।
২ গেল আমাদের উত্তরাধিকার বিদেশীদের হাতে,
বিজাতীয়দের হাতে আমাদের বাড়ি-ঘর।
৩ আমরা এখন এতিম, পিতৃহীন,
বিধবারই মত আমাদের মা।
৪ অর্থের বিনিময়েই পান করছি আমাদের নিজেদেরই জল,
দাম দিয়ে আমাদের নিজেদেরই কাঠ আমাদের কিনতে হচ্ছে।
৫ যারা আমাদের ধাওয়া করে, তারা রয়েছে আমাদের ঘাড়ে,
আমরা পরিশ্রান্ত, নেই কো বিশ্রাম আমাদের জন্য।
৬ প্রচুর খাদ্য পাবার জন্য
মিশরের কাছে, আসিরিয়ার কাছে পেতেছি হাত।

৭ আমাদের পিতৃপুরুষেরা পাপ করল, এখন আর নেই কো তারা,
আমরাই তো বহন করছি তাদের অপরাধের দণ্ড ;
৮ দাসেরাই এখন আমাদের শাসন করছে,
তাদের হাত থেকে আমাদের মুক্ত করবে এমন কেউ নেই।
৯ আমাদের প্রাণের ঝুঁকিতেই আমরা রুটি যোগাই,
প্রান্তরের সেই খড়্গের দরুন!
১০ আমাদের চামড়া এখন জ্বলন্ত একটা চুল্লির মত,
দুর্ভিক্ষের জ্বালার দরুন!
১১ সিয়োনে নারীরা তাদের দ্বারা অপমানিত,
যুদার শহরে শহরে কুমারীরাও তাই।
১২ তাদের হাতে নেতাদের ফাঁসি দেওয়া হচ্ছে,
প্রবীণদের মুখ তাদের দ্বারা সমাদৃত নয়।
১৩ যুবকেরা জাঁতা ঘোরাতে বাধ্য,
তরুণেরা কাঠের ভারে হোঁচট খাচ্ছে।
১৪ প্রবীণেরা নগরদ্বারে সভার আসনে আর বসেন না,
যুবকেরা বাদ্যযন্ত্র ছেড়ে দিল।
১৫ অন্তরে ফুরিয়ে গেছে পুলক,
আমাদের নৃত্য বিলাপেই পরিণত।
১৬ আমাদের মাথা থেকে পড়ে গেছে মুকুট,
ধিক আমাদের! কারণ করেছি পাপ।
১৭ এজন্যই বেদনা-পীড়িত আমাদের অন্তর,
এসব কিছুর জন্যই ক্ষীণ হয়ে এসেছে আমাদের চোখ।
১৮ কারণ সিয়োন পর্বত এখন ধ্বংসস্থান,
শিয়ালে সেখানে ছুটাছুটি করছে।
১৯ তুমি কিন্তু, প্রভু, চিরসমাসীন,
তোমার সিংহাসন যুগযুগস্থায়ী।
২০ কেন আমাদের ভুলে যাও চিরকালের মত?
কেন দীর্ঘ দিন ধরে আমাদের ত্যাগ করে থাক?
২১ তোমার কাছে আমাদের ফিরিয়ে আন, প্রভু; তবেই আমরা আসব ফিরে;
আমাদের দিনগুলি পুরাকালের মতই নবীন করে তোল,
২২ যদি না তুমি নিঃশেষেই আমাদের ত্যাগ করেছ,
যদি না আমাদের উপর তোমার ক্রোধ সীমাহীন!